দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ১০ JUL 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্সের কচ্ছপ গতি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষার জন্য অনার্স-মাস্টার্স কোর্স না পড়িয়ে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, যখন দুই তিন বছরের এমফিল-পিএইচডি দশ বছরেও সম্পন্ন করতে পারছে না। উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রটিতে এখন মাছি ওড়ে। ২০০৭ এবং ২০০৮ শিক্ষাবর্ষের অনেক গবেষকও এখনো ডিগ্রি সম্পন্ন করতে পারেননি। সুপারভাইজারের সকল সুপারিশ উপেক্ষা করে রাজনৈতিক লেজুড় বৃত্তির কারণে কতিপয় ব্যক্তিকে দিয়ে একাধিক গবেষণা মূল্যায়নের দায়িত্ব দেওয়ায় এক-দেড় বছরের মধ্যে থিসিসের প্যাকেট না খোলার অভিযোগ আছে। থিসিস জমার দুই-তিন বছর পর অনেক গবেষককে জানানো হচ্ছে—আপনার থিসিস হারিয়ে গেছে, নতুন কপি জমা দিন। দুই-তিন বছর পর একজন গবেষকের কাছে পেনড্রাইভ ও থিসিসের কপি নাও থাকতে পারে। সরকারি কলেজের শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চাপে দুই-তিন বছরের ছুটি নিলেও যথাসময়ে কোর্স সম্পন্ন করতে না পারায় নানান জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ অবস্থায়, বিষয়টি খতিয়ে দেখে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় উপচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রুবায়েত চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক, পি কে কলেজ, খুলনা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভিক্ষুক নিষিদ্ধ হোক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যারা লেখাপড়া করে তারা উপার্জন করে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভিক্ষুক ঢুকে পড়ে উপার্জনহীন শিক্ষার্থীদের কাছে ভিক্ষা চায়। এতে তিন ধরনের সমস্যা হয়। প্রথমত, শিক্ষক যখন ক্লাসে পাঠদান করতে থাকেন, সে সময় ভিক্ষুক এসে শিক্ষার্থীদের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার ফলে শিক্ষকের পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। অন্তত দশ মিনিট টাকা তোলা কার্যক্রমে ব্যয় হয়ে থাকে। ক্লাসে হৈচৈ হয়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীরা যে টাকা ভিক্ষুকের হাতে তুলে দেয়, তা তাদের অনেকেরই দুপুরের টিফিন-খরচ। ভিক্ষুকের হাতে তুলে দেওয়ার ফলে সেদিন দুপুরে তাদের অভুক্ত থাকতে হয়। ফলত, টিফিনের পরবর্তী ক্লাসগুলোতে ক্ষুধার জ্বালায় তারা পাঠে মনোযোগী হতে পারে না। তৃতীয়ত, এমন শিক্ষার্থীও থাকে, যাদের কাছে টিফিনের টাকা থাকে না। একই বেঞ্চে বসা পাশের সহপাঠী যখন ভিক্ষুককে টাকা দেয়, তখন সে টাকা দিতে না পারায় মানসিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। ফলত, সেদিন সে আর পাঠে মনোযোগী হতে পারে না। এ বিষয়গুলো পঠন-পাঠনের অন্তরায়। কাজেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিদের কাছে অনুরোধ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভিক্ষুকরা যাতে ভিক্ষা করার অনুমতি না পায়, সে বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করে সেটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধানদের কাছে প্রেরণ করা হোক।

শম্ভুনাথ হালদার
প্রভাষক, আলহাজ লায়ন মু. হাবিবুর রহমান হারেজ সিটি কলেজ, হাবিবনগর, ব্রাহ্মণখালী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ